



22888 - ফতিরার পরমাণ এবং নগদ অর্থে ফতিরা দলি ক আদায় হব?

প্রশ্ন

ফতিরার পরমাণ কতটুকু? ঈদরে নামাযরে পরে ফতিরা পরশিোধ করা ক জায়যে হব? এবং ফতিরা নগদ অর্থে দয়ো ক জায়যে হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের উপর এক সা' খজের ও এক সা' যব ফতিরা দয়ো ফরয করছেন। তিনি নির্দেশে দিয়েছেন যনে মানুষ নামাযে (অর্থাৎ ঈদরে নামাযে) যাওয়ার আগে সটো পরশিোধ করা হয়। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় ফতিরা দতিম এক সা' খাদ্য কথিবা এক সা' খজের কথিবা এক সা' যব কথিবা এক সা' পনির কথিবা এক সা' কসিমসি...। একদল আলমে এ হাদসি উল্লেখিতি 'খাদ্য' ক গম বলে ব্যাখ্যা করছেন। অন্য আলমেগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, কোন অঞ্চলে মানুষ যসেব জনিসিকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গণ্য করে; সটো গম হোক, ভুট্টা হোক কথিবা অন্য কছু হোক। এটাই সঠিকি অভিমিত। কেননা ফতিরা হচ্ছে স্বেচ্ছলদরে পক্ষ থেকে অস্বেচ্ছলদরে প্রতী সান্ত্বনাস্বরূপ। স্থানীয় অঞ্চলে খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য দিয়ে সান্ত্বনা পশে করা কোন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নয়। ওয়াজবি হচ্ছে উল্লেখিতি সবগুলো শ্রণীর এক সা' খাদ্য। এক সা' হল দুই হাতভরা চার অঞ্জলি। ওজনরে হিসাবে প্রায় ৩ কলিোগ্রাম। তাই যদি কোন মুসলমি এক সা' চাল কথিবা তার অঞ্চলে অন্য খাদ্যদ্রব্যরে এক সা' পরমাণ পরশিোধ করে তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

ফতিরা পরশিোধরে সূচনা সময় হল ২৮ রমযানরে রাত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ ঈদরে একদিন বা দুইদিন আগে ফতিরা আদায় করতনে। মাস কখনও ২৯ দিন হয়, আবার কখনও ৩০ দিন হয়।

ফতিরা আদায় করার সর্বশেষে সময় হল ঈদরে নামায। তাই ফতিরা আদায়রে নামাযরে পর পর্যন্ত দরী করা জায়যে নয়। যহেতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি এটা (ফতিরা) নামাযরে আগে আদায় করবে সটো মকবুল ফতিরা। আর যে ব্যক্তি নামাযরে পর আদায় করবে এটি সাধারণ একটি সদকা।” [সুনানে আবু দাউদ]



জমহুর (অধিকাংশ) মাযহাবরে আলমেদরে মতে, অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা জায়যে হবে না। দলিলের বিবেচনায় এ অভিমতটি অধিক শুদ্ধ। বরং খাদ্য দিয়ে আদায় করা ওয়াজবি। যত্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ এবং উম্মতের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ আদায় করছেন। আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা তিনি যেন, আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে দ্বীনজিঞ্জননে প্রজ্জ্ণা অর্জন করার ও এর উপরে অটল-অবচল থাকার তাওফিক দেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।